ঢাবিতে দুই ধাপে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির প্রস্তাব

ঢাবি প্রতিবেদক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই ধাপে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির প্রস্তাব করেছে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ’ নামে শিক্ষকদের একটি সংগঠন। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার’ শীর্ষক এক সভায় এ প্রস্তাব করা হয়। এতে সংগঠনটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত সংস্কারে নানা প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

সভায় উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রৌবায়েত ফেরদৌস। সভায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল কাদের ও উমামা ফাতেমা নিজেদের অভিমত তুলে ধরেন।

প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্-আল-মামুন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ খোরশেদ আলম এবং থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাহমান মৈশান।

নিয়োগ পদ্ধতি : শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাবে বলা হয়- বিশ^বিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগ হবে অস্থায়ীভাবে। প্রভাষক হিসেবে

নিয়োগের পর পিএইচডি ও নিজ ডিসিপ্লিনের একটি টপ জার্নালে একক আর্টিক্যাল প্রকাশ করার পর সহকারী অধ্যাপক পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ ও পদোন্নতি পাবেন। এ ক্ষেত্রে দুটি ধাপ অনুসরণ করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

প্রথম ধাপে উচ্চতর ডিগ্রি ও অভিজ্ঞতা (এমফিল পিএইচডি পোস্টডক ফেলোশিপ), প্রকাশনা, শিক্ষকতা করার যোগ্যতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপযোগিতা বিবেচনায় বিভাগের একাডেমিক কমিটি আবেদনকারীদের প্রাথমিকভাবে বাছাই করবেন।

দ্বিতীয় ধাপে বাছাইকৃতদের ক্যাম্পাস ভিজিটের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তারা তিনটি পর্বে অবতীর্ণ হবেন। এর প্রথম পবে তিনি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও নিয়োগ কমিটির উপস্থিতিতে টিচিং ডেমোনেস্ট্রেশন (নমুনা পাঠদান) করবেন এবং শ্রোতারা একটি মূল্যায়নপত্রে রেটিং দেবেন। দ্বিতীয় পর্বে তিনি শিক্ষার্থীদের (প্রধানত মাস্টার্স) সঙ্গে সংলাপ ও প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেবেন। এতে শির্ক্ষার্থীরা বেনামে আবেদনকারীর ব্যাপারে মতামত জানাবেন। তৃতীয় পর্বে নিয়োগ কমিটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্বে অবতীর্ণ হবেন। এ পর্বে নিয়োগ কমিটির সদস্যের চেকলিস্টসহ একসেট প্রশ্নমালা থাকবে, সেই সেট থেকে প্রশ্ন করতে হবে।

পদোন্নতি পদ্ধতি : শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকুরির বয়সসীমা বিবেচনায় না রেখে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, অর্জন, পাবলিকেশন্স ও পারফরম্যান্স; পিয়ার রিভিউড জার্নাল আর্টিক্যাল জমা দেওয়া; শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি বিবেচনায় নিতে হবে। এ ছাড়া পিএইচডি ডিগ্রি ছাড়া সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদোন্নতি দেওয়া যাবে না।

শিক্ষার মান ও পরিবেশের উন্নতি : সংস্কার প্রস্তাবে আরও বলা হয়- অবকাঠামো বিবেচনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো জমি পুনরুদ্ধার, এবং উন্নয়নমূলক কাজের দরপত্রের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। একে অনলাইনভিত্তিক করে ফেলতে হবে। শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল প্রযুক্তি, তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; সাউন্ডপ্রুফ ও স্মার্ট করতে হবে। ক্যাম্পাসের সর্বত্র শক্তিশালী ওয়াইফাই ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। অধিভুক্ত সাত কলেজকে বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান রিসোর্সকে নিজেদের উন্নয়ন ও বিকাশে নিয়োজিত করতে হবে।

সভায় বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবার প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞাননির্ভর ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অংশীজনদের পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবগুলোর সারাংশ জমা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে প্রশাসন কাজ করবে বলে জানান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও সমাজকল্যাণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্র আব্দুল কাদের বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শিক্ষার্থীরা বেশি ভর্তি হন। একটি সিটের জন্য তাদের মেরুদণ্ড বিকিয়ে দিতে হতো, গণরুম-গেস্টরুমে পচে-গলে তার স্বপ্ন বিনষ্ট হতো। শিক্ষার্থীদের জিম্মি করার জন্য নতুন আবাসিক হল নির্মাণ করা হতো না। ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আমরা চাই দলীয় দখলদারি রাজনীতি ক্যাম্পাসে থাকবে না। শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

সভায় ভর্তি পরীক্ষা, স্নাতক-স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের আবাসন ও খাদ্য, শিক্ষক রাজনীতি ও শিক্ষক সমিতি, গবেষণায় বরাদ্দ, ছাত্র রাজনীতি, অবকাঠামোগত পরিকল্পনা, ক্যাম্পাসের পরিবেশ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু প্রস্তাব করা হয়।